স্যন্দন পত্রিকা ১
বিশেষ ক্রোড়পত্র
আগরতলা, ৯ মার্চ, শনিবার, ২০১৯

অভিজ্ঞ আওয়ামের পাল্টে দেওয়া চালচিত্র

আমি বুঝতে পারি না, বামপন্থী বন্ধুরা আমাদের এত অচ্ছুৎ ভাবেন কেন? বলেছিলেন একদিন। আগরতলায়। তখনও মহাকরণের জন্য এমন সুদৃশ্য ক্যাপিটেল কমপ্লেক্স গড়ে উঠেনি। তখন সেটা ছিল লাল ন্যাড়া মাঠ। সেই মাঠেই বাঁধানো মঞ্চে তিনি কথা বলছিলেন। শিলান্যাসের অনুষ্ঠান। 'কেন্দ্রীয় বঞ্চনার' স্লোগানদাতাদের মঞ্চে সেদিন তিনি ছিলেন ভারত সরকারের একজন অন্যতম প্রতিনিধি। তিনি আর কেউ নন, শ্রীযুক্ত লালকৃষ্ণ আডবাণী। এই আডবাণীজিকেই দেখা গেল ৯মার্চের ঐতিহাসিক শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে। তাঁর পাশে ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির আরেক তাত্ত্বিক নেতা মুরলি মনোহর যোশী। প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সেদিন ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে ঘটে যাওয়া সবচাইতে বড় স্মরণীয় ঘটনার স্বাক্ষী হতে আসাম রাইফেলসের ময়দানে ওই দুই প্রবীণের উপস্থিতিই এই প্রতিবেদকের কাছে মনে হয়েছে সবচাইতে স্বর্ণালী উপস্থিতি। এটা ২০১৮'র ঘটনা। মাঝখানে গড়িয়ে গেছে ১টি বছর। আজ দ্বিতীয় বছরে কাজের পরিধায় পা ফেলেছে রাজ্যের নতুন সরকার। তাই বর্ষপূর্তি। বামপন্থী জোটের সরকার যখন ছিল, তখন এমন বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান মানেই বামফ্রন্ট সরকারের লাল রঙে রাঙানো বর্ষপূর্তি। অসংখ্য বর্ণালী অনুষ্ঠানে বামপন্থীরা তাদের সরকারের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান করতেন। কিন্তু ১৮'র পর ১৯শে একটি বছরের যাত্রা পথে এই প্রথম মানুষ শুনলেন সরকারের কাছ থেকে তাদের কাজের রিপোর্ট কার্ড চাইছে বামেরা। সেদিন বামফ্রন্ট সরকারের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে সরকারের কাছে এমন রিপোর্ট কার্ড চাইবার চল বা উদাহরণ — অনেক তথ্য ঘেঁটেও পাওয়া গেল না। অর্থাৎ সরকারের বিপক্ষে যারা আছেন তাদের এমন অবস্থা ছিলই না যে একটি রাজ্য সরকারের কাছে মাত্র ১ বছরের ব্যবধানেই বিরোধী পক্ষ রিপোর্ট কার্ড চাইতে পারে। গুণগত পরিবর্তন সম্ভবত এই জায়গাতে ঘটেছে। আর এই গুণগত পরিবর্তন যে ঘটতে চলেছে তার ভবিষ্যৎ সঙ্কেত দেওয়ার জন্য সেদিন আসাম রাইফেলসের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির দুই প্রবীণ নেতা। এদেশে কমিউনিস্টরা কংগ্রেসের পরই সবচাইতে পুরনো রাজনৈতিক দল। বিজেপি সেই অর্থে একেবারে আনকোরা। বামপন্থীরা পোড়খাওয়া, তাদের দর্শন বিশ্বদর্শন। কৌশল ঘন ঘন পরিবর্তন সাপেক্ষ। সেটাকে ভোটের ক্ষেত্রে রণকৌশল বলে বামপন্থীরা সবসময় দ্রুত এবং সময়োপযোগী পরিবর্তনশীল পন্থার অন্যতম বলে বিবেচনা করেন। সেই কৌশল কখন যে কি চেহারা নেবে তা সাধারণের বোধগম্য নয়। রাজ্যে কুস্তি হতে পারে কোনও এক রাজনৈতিক পক্ষের সাথে আবার ঠিক সেই সময়েই অবস্থানগত ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে একই রাজনৈতিক পক্ষের সাথে দোস্তিও হতে পারে। এটা বামের নেতারা বোঝেন, কারণ ওরা ভীষণভাবেই তাত্ত্বিক। আমজনতা এই তত্ত্বকথা বোঝে না। তাঁরা বোঝেন বাস্তব দুনিয়ায় তাঁদের জীবনে কি ঘটছে — সেটা। এই আওয়ামদের জন্য কোনও রাজনৈতিক পাঠশালা নেই। নেই তেমন মানের কোন শিক্ষক। তাদের আছে কেবল একটাই সম্পদ — নিজের অভিজ্ঞতা। এই বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই আওয়াম মানে, সাধারণ মানুষ শিক্ষক বলে মনে করেন। অভিজ্ঞতাই তাদের শিক্ষক। এই অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে একটানা ২৫ বছরের একটি সরকারকে পাল্টে দিয়ে আওয়াম গঠন করেছে নতুন সরকার। রাজ্যে মাত্র ৩ বছরের সাংগঠনিক প্রয়াসে একটি জবরদস্ত, সাংগঠনিকভাবে মজবুত সরকারকে ফেলে দিতে পারবে বিজেপি — এটা ভোটের ফলাফল বের হবার আগ পর্যন্ত অনেকেই বুঝতে পারেনি। অথচ কাজটা মানুষ করেছেন। কেন করেছেন? অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতাই তাদের এমন বিশাল এক পরিবর্তনের কারিগর বানিয়েছে। কিন্তু যারা সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি এসব নিয়ে একটু আধটু চর্চা করেন সেইসব মানুষের কাছে

বিজয় পাল

অভিজ্ঞ আওয়ামের কারণে বদলে গেছে চালচিত্র। এই বদলে যাওয়াটা কোনও নিয়তির খেলা নয়, এ অমোঘ পরিণতি। তাই যতই সাময়িক বলা হোক না কেন, এ জোয়ার নতুন গতিতে বইছে, বইবেই। মাত্র এক বছরের সময় কালেই স্পষ্ট ছবি ধরা পড়ছে — এটা নিছকই পাল্টে দেওয়া নয়,

আওয়ামের এই অভিজ্ঞতা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বা গুরুত্বপূর্ণ বলেই নতুন সরকার কায়েম হওয়ার ঘটনাটি একটি ঐতিহাসিক পরিণতির স্বীকৃতি পেয়েছে। আর এই গবেষণায় অনেক অভিজ্ঞ পুরনো রাজনৈতিক ওই দুই ব্যক্তিত্ব সম্ভবত এই কারণেই ত্রিপুরার মতো ছোট্ট একটি রাজ্যের পরিবর্তনের স্বাক্ষী হতে সেদিন পৌঁছে গিয়েছিলেন আগর বনের এই শহরে। কারণ কংগ্রেসের চাইতে সিপিএম-এর মতো বামপন্থী দলকে পরাজিত করা বিজেপির কাছে আদর্শগত সংগ্রামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। বিজেপি আর সিপিএম দু'টি পৃথক মেরুর রাজনৈতিক দল। আর এক্ষেত্রে ভারতীয় জনতা পার্টির মূল শিকড় অনেক দূর — ভারতীয়ত্ববোধের গভীরে প্রোথিত। বামেরা জাতীয়তাবাদের বোধে বিশ্বাসী নন। তারা আন্তর্জাতিকতাবাদী। তাই, ত্রিপুরায় হারলেও অন্য দেশে বামেরা সরকারে আছে বলে নিজেদের শান্তনা দিতে ভুলেন না সিপিএম কর্মীরা। অন্য দেশ সেটা চিন হোক, লাওস হোক, ভিয়েতনাম হোক বা অন্য কোন নাম। আন্তর্জাতিকতাবাদের এই বোধে বামেরা আত্মস্লাঘাবোধ করেন। কিন্তু বিজেপি সেটা করে না। বিজেপির গর্বের ধন ভারতীয়ত্ববোধ। সেই কারণেই একটি ছোট রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের মধ্য দিয়ে দলটি আওয়ামের মনের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার একটি বার্তা পায়। আর এই বার্তাই সম্ভবত দলটিকে ত্রিপুরায় এই জয়ের গুরুত্ব-সংকেত দিয়ে অনেক বেশি মজবুত করেছে। আর এর জন্যই ছোট রাজ্য জয়ের অনুষ্ঠানটিকেও বিজেপি সেদিন যেমন অত্যন্ত মর্যাদা দিয়েছিল তেমনি গত ১ বছর সরকারের একের পর এক কাজে দলগত সংহতিক্রমেও তারই প্রকাশ ঘটেছে। নইলে ত্রিপুরা সর্বভারতীয় নেতাদের দৃষ্টি এমনভাবে আকর্ষণ করতে পারতো না। মাত্র ১ বছরের ব্যবধানে ত্রিপুরা যে ভারত সরকারের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রদেশ হয়ে উঠেছে — তা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। অন্তত সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা তাই বলে। যদি তাই না হতো তাহলে একটি নতুন সরকার সাধারণভাবে যাদের শুধু জনগণের শুভেচ্ছা, অভিনন্দন আর ফুলের তোড়া বইতে বইতে অর্ধেক সময় কাল কাটানোর কথা ছিল — তারা নাওয়া-খাওয়া ভুলে এরকম সক্রিয় হয়ে উঠতেন না। এটাও মানুষের অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতা মানুষের বিচারের পাল্লায় ওঠে যখন তখন পাশাপাশি তুলনার একটি সূত্রধার থাকে। সেই সূত্রধার এই রাজ্যে অবশ্যই বামপন্থীরা। মানুষ ৯ই মার্চের ঐতিহাসিক শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পরপরই তরুণ মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে নবগঠিত এই সরকারের কাছে অত্যন্ত দ্রুততায় অনেক কিছু পেতে চাইছে। সেক্ষেত্রে এক বছরে এই সরকারের কতটুকু কার্যক্রম তার তুল্যমূল্য বিচার অবশ্যই সেই আওয়াম করবেন — যাদের আগেই বলা হয়েছে অভিজ্ঞ নাগরিক। এই জনতার কাছেই সরকারকে রিপোর্ট কার্ড জমা দিতে হবে। আর সরকার তা করছেও। কিন্তু মজার ঘটনা হল নতুন সরকারের কাছে বামপন্থীদের রেকর্ড কার্ড চাইবার ঘটনা। ২০১৪ সালে দিল্লিতে নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদির নেতৃত্বে সরকার গঠিত হওয়ার পর প্রথম দেশবাসীর কাছে যে শব্দটি পরিচিত হয় সেটা হল রিপোর্ট কার্ড। এখানেই তফাৎ। আগে শুধু ছিল একতরফা বর্ষপূর্তির আনন্দ অনুষ্ঠান। কারণ ওরাই ছিলেন একচেটিয়া। বাইরে কুস্তি, ভেতরে দোস্তি — এই ছিল কানা মাছি ভোঁ ভোঁ খেলার তথাকথিত রণকৌশল। আর এখন অভিজ্ঞ আওয়ামের কারণে বদলে গেছে চালচিত্র। এই বদলে যাওয়াটা কোনও নিয়তির খেলা নয়, এ অমোঘ পরিণতি। তাই যতই সাময়িক বলা হোক না কেন, এ জোয়ার নতুন গতিতে বইছে, বইবেই। মাত্র এক বছরের সময় কালেই স্পষ্ট ছবি ধরা পড়ছে — এটা নিছকই পাল্টে দেওয়া নয়, আদর্শগত পরিবর্তন। আর সেই আদর্শ রাষ্ট্রপ্রেমের, জাতীয়তাবোধের। এক নতুন জাগরণে প্রান্ত রাজ্য ত্রিপুরা জেগেছে। তার ভবিষ্যৎ অগ্রগতি অপ্রতিরোদ্ধ।

বিনীদ্র রজনী থেকে আশার আলো

।। নবেন্দু ভট্টাচার্য্য ।।

'১৮-র ২ ফেব্রুয়ারির রাতে অনেকেই দুচোখের পাতা এক করতে পারেননি। আতঙ্ক ছিল প্রায় সকলের মধ্যেই। ভারতীয় জনতা পার্টির জন্য যারা সর্বস্ব উজার করে দিয়ে ময়দানে ঝাঁপ দিয়েছিলেন কিংবা বাম সন্ত্রাসীরা যারা ২৫টা বছর ত্রাস সৃষ্টি করে রেখেছিল তারাও প্রথমবার অজানা আতঙ্কে ভুগছিলেন। ভারতীয় জনতার পার্টির জন্য যারা গত তিন বছর ধরে কাজ করে আসছিলেন তারা সুনিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন জয় এবার হবেই। তবুও ফলাফল প্রকাশের আগের রাত যেন শেষ হচ্ছিল না। যদি কোন কারণে লক্ষ্য পূরণ না হয় তবে সুনিশ্চিত মৃত্যু আর পরিবারের অন্য সকলের ভবিষ্যতের কথা ভেবে বারংবার আতঙ্কে পড়ছিলেন বহু কর্মী। ইষ্ট দেবতার কাছে শুধুই প্রার্থনা করছিলেন। শুধু পার্টির নেতা কর্মীই কেন, বেশ কিছু কর্মরত সাংবাদিকও ছিলেন যারা এভাবে জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছিলেন।

৩ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টার আগে থেকেই ফলাফলের গতি প্রকৃতি স্পষ্ট হয়ে যায়। যারা এতদিন ধরে বিরোধী দলে ছিলেন, যারা ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার গঠনের জন্য অদম্য সাহসের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমেছিলেন তারা প্রথমত মাতোয়ারা হয়ে উঠতে পারেননি। অনন্দে অনেকেরই অশ্রু ধারা বইছিল।

৯ ফেব্রয়ারি বিপ্লব কুমার দেব নেতৃত্বাধীন নতুন সরকার শপথ গ্রহণ করে। ততদিনে সাবেক ক্ষমতাসিন দল সিপিআই(এম)-র ক্যাডাররা বুঝে গিয়েছিলেন সরকার বদল হলেও বদলাটা নেওয়া হবে না। সময়ের গতিতে তাদের এই বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়েছে। একাত্ম মানব দর্শনের মূল তত্ত্বকে সামনে রেখে সাংগঠনিকভাবে পার্টি রাজ্যের দীর্ঘ হিংসার রাজনীতি আর অপসংস্কৃতিতে ইতি টেনে সমাজ পরিবর্তনের কর্মযজ্ঞ শুরু করেছে।

এক বছরে বিপ্লব কুমার দেব নেতৃত্বাধীন সরকার যে ধরণের কাজ করেছে তা ইতিপূর্বে কোন সরকারই করতে পারেনি। এমনকি কারো চিন্তাতেই আসেনি। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীরা যথাক্রমে শচীন্দ্র লাল সিংহ, সুখময় সেনগুপ্ত, প্রফুল্ল দাস, রাধিকা রঞ্জন গুপ্ত, নৃপেন চক্রবর্তী, সুধীর রঞ্জন মজুমদার, সমীর রঞ্জন বর্মন, মানিক সরকার কিংবা দশরথ দেব সকলের প্রতি উপযুক্ত সম্মান জানিয়েও বলতে হয় এই এক বছরে যা হয়েছে তা যুগান্তকারি পদক্ষেপ।

নতুন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যকে নেশা মুক্ত করার ঘোষণা দেন। বামফ্রন্ট সরকার পরিচালিত প্রশাসনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে রাজ্যে নেশার কারবার জাঁকিয়ে বসেছিল। গাঁজা উৎপাদন চলছিল থানার গণ্ডির ভিতরেও। ব্রাউন সুগার, হেরোইন আর নেশার টেবলেট রাজ্যের যুব সমাজকে ধ্বংস করে দেয়ার পথে নিয়ে যাচ্ছিল। সরকারের নেশামুক্তি অভিযানের সাফল্য ইতিমধ্যেই সর্বসম্মুখে চলে এসেছে।

বিজেপি আইপিএফটি মিলিত সরকার প্রতিষ্ঠত হবার পর ৭ম পে কমিশন দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ১ লক্ষ৭৬ হাজার কর্মচারী, ৭৮ হাজার পেনশনার্স ৭মে পে কমিশনের সুবিধা পেয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে হোমগার্ড কর্মচারীরা বামফ্রন্ট সরকারের সময় ৭হাজার টাকা বেতন পেতেন। বর্তমান সরকার এই হোমগার্ড কর্মচারীদের জন্য ১৮ হাজার টাকা বেতন করেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে সাংবাদিকদের জন্য বামফ্রন্ট সরকার ১ হাজার টাকা পেনশন দিতেন। বর্তমান সরকার সাংবাদিকদের জন্য ১০ হাজার টাকা করেছে। ত্রিপুরা রাজ্যের ২ জন সাংবাদিককে স্বৈরাচারী দেশদ্রোহীরা হত্যা করেছিল। এই সাংবাদিকের জন্য বর্তমান সরকার সিবিআই তদন্ত দিয়েছেন। যারা রক্তচক্ষু দেখিয়ে রাজনীতি করেছিল, খুন, সন্ত্রাস, নারী নির্যাতন করেছিল তাদের জন্য পুলিশ 'ক্রাইম ব্রাঞ্চ' গঠন করা হয়েছে। জনজাতি এবং রাজ্যবাসীর দাবি ছিল ত্রিপুরা রাজ্যের একমাত্র বিমানবন্দরের নামকরণ মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের নামে করার জন্য। দীর্ঘ ২৫ বছরের এই বামফ্রন্ট সরকার তা করেনি। বর্তমানে বিজেপি-আইপিএফটি মিলিত সরকার মহারাজার নামে নামকরণ করে এবং মর্মর মূর্তি স্থাপন করে। 'কুইন' আনারস ত্রিপুরার মাটিতে উৎপাদিত হয়। শুধু ভারতবর্ষে নয় পৃথিবীর অনেক দেশে ত্রিপুরা রাজ্যের এই 'কুইন' আনারস বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে। কৃষকরা এই কুইন আনারস বিক্রি করে লাভবান যেমন হচ্ছেন তেমনি চাষ করার জন্য উৎসাহিত এবং অনন্দিত। সেটা সম্ভব হয়েছে বর্তমান সরকারের উন্নত দৃষ্টিভঙ্গির জন্য। আগরতলা থেকে উদয়পুর মাতাবাড়ি পর্যন্ত একটি বাইপা স রাস্তা তৈরি করার কাজ চলছে। আগরতলা থেকে মাতাবাড়ি আধঘণ্টার মধ্যে যাওয়া যাবে এবং ভারতবর্ষের ৫১ পীঠের আদলে মন্দির গড়া হবে, যে মন্দির দর্শন করা যাবে। কৃষকদের কাছ থেকে রাজ্য সরকারসরাসরি ধান ক্রয় করছেন (১৭.৫০ টাকা করে প্রতি কেজি, ৭০০ টাকা মন দরে)। বামফ্রন্ট সরকারের সময় কৃষকরা ৪০০ টাকা মন ধান বিক্রি করত। বর্তমান সরকারের এই কর্মসূচির জন্য কৃষকরা লভবান হচ্ছেন।ত্রিপুরা রাজ্যের আরক্ষা বাহিনীর ১০ শতাংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে। বিদ্যুৎ দপ্তরে যারা কর্মরত আছেন তাদের বীমা সুরক্ষা বামফ্রন্ট সরকারের সময় ছিল ৩ লক্ষ টাকা, বর্তমান সরকার করছেন ১০ লক্ষ টাকা।

বর্তমানে বিজেপি-আইপিএফটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ত্রিপুরা রাজ্যে ৩টি নুতন ট্রেন কেন্দ্রীয় সরকার থেকে দেওয়া হয়েছে। বর্তমান আগরতলা থেকে মাতাবাড়ি হয়ে বিলোনীয়া পর্যন্ত নুতন রেল চালু করা হয়েছে। এটি কিছুদিন পর সাব্রুম পর্যন্ত যাতাযাত করবে।

ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীদের বিএড কোর্স করার জন্য রাজ্য সরকার আর্থিক অনুদান প্রদান করেছেন যাহা বিনা সুদে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋণ পাওয়া যাবে।

মোদিজির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গত ২৩ জানুয়ারি ২০১৯, সংবিধানে ২৮০ অনুচ্ছেদসংশোধন করে ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা টেরেটোরিয়াল কাউন্সিল'র (এটিসি) বিকাশ এবং অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর ফলে অর্থ কমিশনের কাছে সরকারি অর্থমঞ্জুরের প্রস্তাব পাঠাতে পারবে। সামাজিক , অর্থনৈতিক, বিনিয়োগ, কৃষিজীবী, মৎস্য চাষী সহ সমস্ত ক্ষেত্রেএ টিসি শক্তিশালী হবে।

ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা-স্বাশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) এর নাম পরিবর্তন করে হচ্ছে, স্বশাসিত টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল (এটিসি)। এর ফলে রাজ্যের জনজাতিদের দীর্ঘদিনের দাবিকে সম্মান দেওয়া হয়েছে।

নারী ক্ষমতায়ণের প্রশ্নে এটিসি এলাকার নির্বাচনে অন্তত এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে মহিলাদের জন্য এবং অন্তত দুইজন মনোনীত সদস্য হিসাবে মহিলাকে রাখার সংস্থান রাখা হয়েছে। সংবিধান সংশোধনের ফলে এখন থেকে উক্ত এলাকায় ডিস্ট্রিক কাউন্সিল, রিজিও নাল কাউন্সিল, ভিলেজ কাউন্সিল এবং মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের নির্বাচনের জন্য পৃথকভাবে রাজ্য নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে। এই আইন কার্যকর হওয়ার এক বছরের মধ্যে গ্রামীণ এলাকায় ভিলেজ কাউন্সিল এবং শহর এলাকায় মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল গঠন করতে হবে।

বামফ্রন্টের আমলে এডিসি'র জন্য ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে রাজ্য বিধানসভা থেকে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছিল ৩৬২ কোটি টাকা, বর্তমানে বিজেপি-আইপিএফটি সরকার ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৪৬১ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে যা বিগত সরকার থেকে প্রায় ১০০ কোটি টাকা বেশি।

আগামী '১৯ -২০ অর্থ বছরের জন্য সরকারের উদ্দেশ্যের স্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সরকারের রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ প্রায় ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও নতুন করের কোন সংস্থান নেই। ন্যায় মূল্যের দোকানে ডাল দেওয়া হচ্ছে। আসছে চিনিও। পরিকল্পনা রয়েছে তেল ও সোয়াবিন দেওয়ার। এই সরকারই রাজ্যে প্রথম ঘাটতিহীন বাজেট পেশ করতে সক্ষম হয়েছে। কেন্দ্রীয় নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে কৃষি ও পর্যটন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও নিয়ে আসা হচ্ছে যুগান্তকারী পরিবর্তন।

তবে নতুন সরকারের পরিকল্পনা মাফিক পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজ এখনও শুরুই হয়নি। টানা দীর্ঘ ২৫ বছর। মাঝখানে পাঁচ বছর ধরে আরো ১৫ বছর রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে, জনগণের প্রকৃত বিকাশে কোন পদক্ষেপই নেওয়া হয়নি। রাজ্যের মানব সম্পদকে নেশার অতলে তলিয়ে দেওয়া চেষ্টা হয়েছে। যুবশক্তিকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে, বিপথে পরিচালিত করা হয়েছে। সেই ধারা থেকে এখন অন্য আঙ্গিকে কাজ শুরু হয়েছে। দীর্ঘ এতগুলি বছরে প্রচুর জঞ্জাল জমানো হয়েছিল। এখন ঝাড়পোছ চলছে। বাড়িতে দীর্ঘ দিন অনুপস্থিত থাকলে যেমন ঝোল, আর্বজনা জমে যায়, পোকামাকড় ভিড় করে তেমনি সুশাসনের অভাবে এতদিন রাজ্যেরও সেই একই হাল হয়েছে। নতুন সরকার সাফাই-এর কাজ শুরু করছে। শেষ হতে কিছু সময় লাগবে। তবে এই সাফাই অভিযানের মধ্যেই যে ধরণের নতুন বিষয় নিয়ে আসা হয়েছে তাতে স্পষ্ট আগামী তিন বছরে ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ রাজ্যে পরিণত হবে, উন্নয়নের সুফল প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে।

বর্তমানে বিজেপি-আইপিএফটি সরকার জনজাতিদের সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতি ও ভাষাগত উন্নয়নের জন্য ১৬টি দপ্তরে মোট ৮৩৮৯ কোটি টাকার স্পেশাল প্যাকেজ মঞ্জুরের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। এটা একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত।

বিদ্যুৎ, পানীয় জল, রাস্তা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা বামফ্রন্ট সরকার কোন উন্নয়ন করেনি। বর্তমান সরকার এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষে সার্বিক উন্নয়নের জন্য নিরময় কাজ করে চলেছে। আগামী ৩(তিন) বৎসরে ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্য তৈরি করার সংকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

সরকারের বছরপূর্তি ও গিরগিটিরাজ

বিশেষ প্রতিনিধি

লক্ষ্যনীয় বিষয় হল, নতুন সরকারের বিরুদ্ধে একটিও দুর্নীতি বা স্বজনপোষণের অভিযোগ ওঠেনি।

আক্ষরিক অর্থে ত্রিপুরায় প্রথম বিজেপি জোট সরকারের প্রথম পূর্ণ হলো শুক্রবার। ২০১৮ সালের ৯ মার্চ আসাম রাইফেলস ময়দানে লক্ষাধিক লোকের সামনে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং দেশের অন্যান্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের উপস্থিতি রাজ্যে বিজেপি সরকারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন তরতাজা তরুণ বিপ্লব কুমার দেব। রাজ্যে এর আগে এতো তরুণ বয়সে কোনও মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব নেননি। বিজেপির সভাপতি অমিত শাহ এবং প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং বিপ্লব দেবকে বেছে নিয়েছেন ত্রিপুরার কুর্শি সামলাবার জন্য। তাদের পছন্দ যে অত্যন্ত উপযুক্ত ছিলো গত এক বছরের শাসন কালে বিপ্লববাবু প্রমাণ করে দিয়েছেন। দলের সভাপতির স্নেহ এবং ভরসা কোনও জায়গায় পৌছুলে প্রতিদিন সকালে নিয়ম করে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করে রাষ্ট্রীয় সভাপতি খোঁজ খবর নেন বোঝা যায়। নয়া নিয়ম অনুযায়ী কেন্দ্রের বর্তমান নরেন্দ্র মোদি জমানায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞাপনে শুধু প্রধানমন্ত্রীর ছবি ছাড়া বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না। ত্রিপুরায় সরকার বদলের পর কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞাপনে নরেন্দ্র মোদির পাশে ত্রিপুরায় বিজেপির পোস্টার বয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের ছবি ছাপা হচ্ছে। বিজেপি-র আর কোনও মুখ্যমন্ত্রী এই দুর্লভ সম্মান পাননি এখন পর্যন্ত। তাতেই বোঝা যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কতটা আস্থাভাজন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব।

শোনা যায়, প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যদের বলে দিয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী যদি কোনও দাবি বা পরামর্শ দেন তা গুরুত্ব দিয়ে যেন দেখা হয়। যার ফলশ্রুতিতে দিল্লিতে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব দাবি করেছেন এমন কোনও বিষয় আটকে থাকেনি এখন পর্যন্ত। সে উত্তর-পূর্বের বৃহত্তম আইটি হাবই হোক (যাতে ১০ হাজার বেকারের সরাসরি কর্মসংস্থান হবে। বাড়িটা হবে ২৪ তলা অর্থাৎ রাজ্যের সবচেয়ে উচ্চবাড়ি) দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার গেইট হোক। মুখ্যমন্ত্রী হবার পর ৪১ বার বিপ্লব কুমার দেব দিল্লির দরবারে গেছেন। বা পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে বরাদ্দের বাইরে এ পর্যন্ত ত্রিপুরার জন্য এনেছেন ১৮০০ কোটি টাকা। কৃষকদের সহায়ক মূল্যে ধান কেনার বিষয়কে মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ মেনে মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন রাম বিলাস পাশোয়ান। এমন অজস্র কাজ গত এক বছরে মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরার জন্য দিল্লির কাছ থেকে আদায় করে এনেছেন। কেন্দ্র এবং রাজ্যে একই মতাদর্শের সরকার থাকার ফলই শুধু নয় তরুণ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের উপর প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং দলের সর্বভারতীয় সভাপতি আস্থার কল্যাণেই রাজ্যের নতুন সরকার উন্নয়নের ক্ষেত্রে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। এসব কর্মকাণ্ডের সুফল চট করে ত্রিপুরার প্রতিটি ঘরে পৌঁছেনি ফলে যারা ২৫ বছরের বাম জগদ্দল পাথরটি গোমতির জলে বিসর্জন দিয়ে নতুন একটি সরকারের গদিতে বসিয়েছেন তাদের মধ্যে কম বেশি হতাশা আসছে। বিশেষকরে বামফ্রন্টের ২৫ বছরে যারা শুধু সিপিএমের লাল শালু বহন না করার অপরাধে সমস্ত সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, শারীরিকভাবে নিগৃহীত হয়েছেন, মা বোনদের ইজ্জতের উপর আঘাত এসেছে সেই সমস্ত লাখ লাখ মানুষের প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষা ছিল নতুন সরকার চট জলদি বঞ্চনার অবসান করবেন এবং অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক সাজার ব্যবস্থা করবেন। শত শত মিথ্যে মামলা রজু হয়ছিল শুধু অবাম শিবিরে অবস্থান করার জন্য। বঞ্চিত, অপমানিত মানুষের প্রত্যাশা ছিল খুব দ্রুত মানুষ সর্ববিষয়ে সুবিচার পাবেন। দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে সরকার দ্রুত কঠোর ব্যবস্থা নেবেন। কিন্তু বাস্তবে কিছু উন্নয়ন মূলক কাজের সূচনা ছাড়া অপরাধীদের বিরুদ্ধে খড়গ হস্ত হতে পারেনি সরকার। এনিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ হতাশা থাকাই স্বাভাবিক।

নতুন সরকারের জন চাহিদা পূরণে শ্লথ গতির পেছনে লুকিয়ে রয়েছে অন্য রাজনীতি। যা থেকে বেরিয়ে আসতে নতুন সরকারকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। কংগ্রেসের দিল্লিতে দোস্তি এবং রাজ্যে কুস্তির কারণে রাজ্যে এক নাগাড়ে ২৫ বছর শাসন ক্ষমতায় ছিল বামফ্রন্টের সোনার কলসীর আড়ালে সিপিএম। এই ২৫ বছরে ত্রিপুরা প্রশাসনে যেসব নিয়োগ হয়েছে তার সবকটি সিপিএম আদর্শের পরিবার, মন্ত্রী এমএল'র পরিবার থেকে। রাজ্যে ৪৩১ জন টিসিএস অফিসার রয়েছেন যারা সবাই সিপিএম পরিবার থেকে এসেছেন। টিসিএস অফিসার বা টিপি এস অফিসাররা হলেন প্রশাসনের হৃদযন্ত্র। এদেরকে দিয়েই সরকারকে প্রশাসন যন্ত্র চালাতে হয়। সরকারের প্রথম অবস্থায় প্রশাসনকে শ্লথগতি করে দিতে এরা চক্রান্ত করে বিদায়ী শাসকদের ইশারায়। নতুন সরকারের পক্ষে একসাথে চার শতাধিক টি সি এস অফিসার নিয়োগ করা সম্ভব নয়। ফলে যারা আছেন তাদেরকে দিয়েই প্রশাসন চালাতে হচ্ছে। গ্রামেগঞ্জে প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেয়ার কাজটা করে থাকেন টি সি এস অফিসাররা। এরা নানা অছিলায় সরকারি কাজকে শম্বুকগতি আমদানি করে মানুষকে নতুন সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেপাতে চাইছিল। ২টি, ৩টি ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সাসপেনশন ইত্যাদি হলেও অবস্থায় তেমন উন্নতি হয়নি। ফলে মানুষের প্রত্যাশায় মিটছে না। নানা অজুহাত তোলে এরা গ্রামীণ প্রকল্পের কাজ অচল করে দিয়েছিল। গ্রামীণ অর্থনীতিতে টাকার যোগান কমে যাবার মূলেও ঐ চক্রান্ত কাজ করছে।

রাজ্যে এখন একটা কথা চালু হয়েছে। গিরগিটিদের দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সরকার চালাচ্ছেন। অবাম মানুষের এই অভিযোগ উড়িয়ে দেয়াও যায় না। ক্ষমতায় আসার আগে এ রাজ্যে বিজেপির কোন কর্মচারী সংগঠন ছিল না। বিজেপি নেতা বিপ্লব কুমার দেব এবং রাজ্য প্রভারী সুনীল দেওধররা কর্মচারী সংগঠন গড়ায় কথা ভাবেননি। মূল কথা মানুষ ২৫ বছর বামফ্রট সরকারের উল্টে ফেলে দেবে ৩রা মার্চের আগে বিজেপি নেতারাও ভাবতে পারেননি। ফলে কর্মচারী সংগঠন বা অন্যান্য সংগঠন গড়ার কথা নির্বচনের আগে বিজেপির মাথায় আসেনি। আর সংগঠন গড়লেই আসবে কে? অফিস কাছারিতে ৯৯ শতাংশ হগব। এক শতাংশ কর্মচারী ফেডারেশন। ফলে বিজেপিকে। ২ শতাংশ ভোট থেকে ৫৩ শতাংশের নিয়ে পৌঁছে দেবেন রাজ্যের মানুষ তা বোধ করি দিল্লির নেতারা বা কোন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ও ভাবতে পারেনি। এই অসাধ্য সাধনের কাজটা করেছেন সাধারণ ভোটাররা। মহিলারা যাদেরকে অফিস শেষে নিত্যদিন মিছিলে হাঁটতে হতো কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের আগ্রাসন নীতির বিরুদ্ধে। পরিবর্তনের ডাকে শামিল হয়ে মা বোনরা নিত্যদিনের মিছিল রাজ থেকে মুক্ত হয়েছেন।

বিজেপি জোট সরকারের এক বছর পূর্তি হয়েছে অনেক সাফল্যের সূচনা করে। হয়নি হয়নি করেও শিক্ষা ও স্বাস্থ্য দপ্তর এবং ডাই ইন হারনেস মিলিয়ে ৫ হাজারের বেশি চাকরি হয়েছে গত এক বছরে। ১০, ৩২৩ এর চাকরি মেয়াদ বেড়েছে ২ বছর। এ বছরে মধ্যভাগ থেকে বছরে ১০ হাজার চাকুরির সুযোগ তৈরি হচ্ছে। ৪২১ টি নতুন শিল্প কারখানা নথিভুক্ত হয়েছে। সুযোগ বেড়েছে কয়েক হাজার চাকরির। তাও আবার বেসরকারি স্তরে। সবচে বড় কথা জোট সরকারের এক বছরে কোন দুর্নীতির অভিযোগ নেই। না মন্ত্রী, না আমলা কারোর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নেই। মানুষের অভিযোগ একটিই গিরগিটির রাজ। যারা বাম আমলে ছড়ি ঘুরিয়েছে তারাই রাম আমলেও ছড়ি ঘোরাচ্ছে প্রশাসনে। শিক্ষামন্ত্রী গিরগিটিদের তাড়াতে শুরু করেছেন। অন্যমন্ত্রীরা একাজে অগ্রণী হবেন বলেই মানুষের বিশ্বাস। লক্ষ্যনীয় বিষয় হল, নতুন সরকারের বিরুদ্ধে একটিও দুর্নীতি বা স্বজনপোষণের অভিযোগ ওঠেনি।